কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশাচালকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রেজাউল ইসলাম (৪৮) নামে এক রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২৫ মে) দুপুরে পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড পাড়া এলাকায় এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত রেজাউল ইসলাম বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মৃত জজ মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে রেজাউল ইসলাম নিজ বাড়ির ঘরের মেঝেতে শুয়ে ছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত ফ্যানের সঙ্গে সংযুক্ত একটি মাল্টিপ্লাগে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রহিম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরের শেখপাড়ায় রিকশাচালক হত্যা মামলায় প্রধান আসামিসহ আটক ২

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় রিকশাচালক গোলাম হোসেন হত্যা মামলায় প্রধান আসামিসহ দু’জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার সকাল ৭টার দিকে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া এলাকা থেকে প্রধান আসামি কালুকে আটক করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ঢাকা পালানোর পথে গাংনী এলাকা থেকে তার কথিত প্রেমিকা বন্যাকে আটক করা হয়।

পরে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মেহেরপুর শহরের শেখপাড়ায় পরকীয়া প্রেমের সম্পর্কের জেরে স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে খালাতো ভাই।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা রাতে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত গোলাম হোসেন (৪৫) পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শেখপাড়ার রিয়াসিন আলীর ছেলে। নিহতের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে। অভিযুক্ত কালু একই এলাকার আকবর আলীর ছেলে এবং নিহতের খালাতো ভাই।

এলাকাবাসী জানায়, অভিযুক্ত কালুর সঙ্গে প্রতিবেশী বন্যা নামের এক নারীর পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত রবিবার একটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাম হোসেনকে মারধরের ঘটনাও ঘটে, যা পরে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা হয়। তবে সেই বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বাদী হয়ে মঙ্গলবার রাতেই মেহেরপুর সদর থানায় কালু ও বন্যাকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

নিহতের স্ত্রী আলেয়া খাতুন জানান, তার স্বামী সন্ধ্যার পর বাড়িতে এসে গোসল করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে কালু পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে। গুরুতর অবস্থায় গোলাম হোসেনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ডা. জামিনুর রহমান খান বলেন, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে কালু ও তার প্রেমিকাকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। অভিযান চালিয়ে গাংনী থেকে প্রেমিকাকে এবং কুলবাড়িয়া এলাকা থেকে কালুকে আটক করা হয়েছে। পরে কালুর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

অসুস্থ হনুমানকে বাঁচাতে রিকশাচালকের মানবিকতা

মেহেরপুর শহরের খন্দকার পাড়ার রিকশাচালক জাকির হোসেন শনিবার বিকেলে এক ব্যতিক্রমী মানবিকতার নজির স্থাপন করেন।

সার্কিট হাউজের সামনে দিয়ে রিকশা চালানোর সময় তিনি দেখতে পান, একটি হনুমান অসুস্থ অবস্থায় কাঁপছে। দৃশ্যটি দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি।

জাকির হোসেন দ্রুত হনুমানটিকে নিয়ে পৌঁছে যান মেহেরপুর জেলা পশু হাসপাতালে। তবে শনিবার হওয়ায় হাসপাতালটি বন্ধ ছিল।

তারপরেও তিনি এবং স্থানীয় কয়েকজন সচেতন নাগরিক গিয়ে হাসপাতালের মূল গেটে ধাক্কা দিতে থাকেন, আশা করছিলেন ভিতরে কেউ রয়েছেন কিনা।

স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ জানান, “একটি পশুর জন্য মানুষ কীভাবে ছুটে আসতে পারে—আজ আমরা নিজের চোখে দেখলাম। মানুষ যদি আন্তরিক হয়, তাহলে পশুও অবহেলিত থাকে না।”

ঘটনাটি গতকাল বিকেল পাঁচটার দিকে ঘটে। হনুমানটির শারীরিক অবস্থা গুরুতর হলেও, স্থানীয়দের প্রচেষ্টা ও ভালবাসায় তার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা চলতে থাকে।

ঘটনার পর পশুপ্রেমী মহলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রিকশাচালক জাকির হোসেনের প্রশংসা চলছে।

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় চুরির অভিযোগে সুরমান আলি (৩৫) নামে এক রিকশাচালককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (১০ এপ্রিল) সকালে থানাপাড়ার জিকে বালিরঘাট এলাকায় ঝুলন্ত অবস্থায় সুরমানের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত সুরমান জিকে বালিরঘাট এলাকার আব্দুল কালামের ছেলে। তিনি পেশায় রিকশাচালক ছিলেন।

পরিবারের দাবি, চুরির মিথ্যা অভিযোগে একই এলাকার হালিম বিক্রেতা হাকিমসহ বেশ কয়েকজন সুরামানকে নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছেন।

নিহত সুরমান আলির ছোট ভাই সেলিম বলেন, ‘আমাদের বাড়ির সামনে হালিম বিক্রেতা হাকিমের বাড়ি। তিনি বুধবার সকালে তার বাড়ি থেকে গয়না ও নগদ টাকা চুরির অভিযোগ এনে আমার ছোট ভাই আশরাফুলকে প্রথমে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করেন। এরপর বৃহস্পতিবার দুপুরে আমার বড় ভাই রিকশাচালক সুরমানকে ধরে নিয়ে যান। পরে আমাদের বাড়ি থেকে সবাইকে বের করে দিয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন হাকিমসহ তার সঙ্গীরা।’

তিনি আরও বলেন, ‘এরপর থেকে আমরা আমার ভাইকে কোথাও খুঁজে পাইনি। আজ সকালে জিকে বালিরঘাট এলাকায় আমেনা খাতুনের বাড়ির বাথরুমের চালের এঙ্গেলের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় ভাইয়ের মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেই। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

সেলিম বলেন, ‘বুধবার হাকিম আমার ভাই সুরমানকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে ইলেক্ট্রিক শকসহ লাঠি এবং ধারালো অস্ত্রদিয়ে আঘাত ও নির্যাতন করে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমরা ভাই হত্যার বিচার চাই। বুধবার থেকে পরিবার নিয়ে আমি খোলা আকাশের নিচে রয়েছি বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়া মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. খাইরুজ্জামান বলেন, ‘নিহত সুরমানের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ময়নাতদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’